চিরকুট ২৫

ডগমা মানে কি? Dogma (the plural is either ***dogmata*** or ***dogmas***) এর একটা সংজ্ঞা এরকম হতে পারে। ডগমা হচ্ছে একটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা যে কোন ধরনের গোষ্ঠীগত একটা বিশ্বাস, যার কাজ হচ্ছে প্রশ্নাতীত কতৃত্ব করা এবং যার কতৃত্ব প্রমান, বিশ্লেষন বা প্রতিষ্ঠিত সত্যের দ্বারা এর পরিবর্তন হতেও পারে বা না পারে, যা নির্ভর করে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর।

বিষয়টা সাদামাঠা ভাবে ভাবলে এ রকম দাড়াবে - কোন একটা বিশ্বাসের উপর যখন একদল মানুষ শক্তভাবে আকড়ে থাকে এবং সেখানে তাদের চিন্তা চেতনা সে বিশ্বাসের বাইরে তেমন একটা বিচরন করে না। মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে তার প্রত্যেকটা কাজ এর্বং বিশ্বাসে পক্ষে যুক্তি খুঁজে। যখন দু'পক্ষ একে অন্যের যুক্তিকে নির্বোদের যুক্তি হিসাবে বিবেচনা করে, তখনই বুঝতে হবে দু'দলই ডগমা'তে পরিবেষ্টিত। যেমন বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক- সরকারী দফতরের সবাই ঘুষ আদান প্রদানের সাথে জড়িত। তাদের প্রশ্ন করা হলে তারা বলবেন - বাড়ী ভাড়া বেশী - ছেলে মেয়ের পড়ার খরচ বেশী এ জন্যে তাদের বাড়তি খরচ দরকার। তারা অন্য কোন চিন্তাকে এর বিপক্ষে স্থানে দেয়না। তাদের এ যুক্তি তাদের একটা বিশ্বাসের মধ্যে নিয়ে যায় -যাতে ঘুষ গ্রহন এবং ভোগ করার অধিকারকে তারা মনে প্রানে বিশ্বাস করে - ফলে বাংলাদেশে দুনীর্তি একটা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে। দুনীতি করার এ অধিকারের বিশ্বাসকে আমরা এ ক্ষেত্রে আমরা একটা ডগমা বলতে পারি।

সাধারনত দেখা যায় ডগমা শব্দটা ব্যবহৃত হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে আমরা প্রায়শই ধর্মহীনতাকে প্রগতিশীলতা বলে ভুল করি। ধর্মহীনতা আর ধর্ম নিরপেক্ষতা কোনভাবেই এক অর্থ নয় এটা যেমন পরিষ্কার হওয়া দরকার তেমনি ধর্মহীনতা মাত্রই প্রগতিশীলতা প্রমান করে না সেটাও মনে রাখা দরকার । সোজাসুজি একটা উদাহরন দেই - মনে করুন নর্থ আমেরিকায় বাস এক জন মানুষ করেন - যার জন্ম বাংলাদেশে। ঘটনাচক্রে সে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়লো - যা বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং তার ধর্মের পরিপন্থী - পরে তার নেশার ব্যাপ্তি প্রসারিত হল পর্ণমুভিতে- এ অবস্থায় হ্যাম স্টেক তো কোন সমস্যাই নয়। পারিপার্শিক কারনে তার পক্ষে আবার ধর্মে কঠিন শৃংখলায় জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া চেয়ে কি ধর্মহীন জীবন যাপন সহজ নয়? তাকে কি আমরা মুক্তমনা বা প্রগতিশীল বলবো? কিন্তু দেখা যাবে এরা ধর্ম বিরোধী যে কোন আলোচনায় অংশ নিতে বেশী আগ্রহী হয়ে থাকে। এটাও মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য । যখন একজন মানুষের মধ্যে দ্বিধা কাজ করে তখন উচ্চস্বরে চিৎকার করে তার অবস্থানটা জানায় যাতে তার ভিতরের দ্বন্দটা বাইরে না আসতে পারে। তারাই বেশী করে তার পুরাতন বিশ্বাসের বিপক্ষে কথা বলে - পাছে লোকে তার নব্য অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তারা হয় অতিবিপ্লবী -যাদের দিনরাত সাধনা করেন - যেন তার পুর্বতন অবস্থানের শেষ চিহ্নটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরকম মানুষের উদাহরন পৃথিবীর সব যায়গায় পাওয়া যাবে। যেমন কানাডার নির্বাচনের আগে একজন কনজারভেটিব এম পি লিবারেলে যোগ দেয় এবং পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সে ছিল কনসারভেটিভের সবচেয়ে বড় সমালোচক - বিনিময়ে সে পেয়েছে বর্তমান লিবারেল সরকারের মন্ত্রীত্ব। কয়েকদিন আগে আমেরিকান রিপাবলিকানদের সন্মেলনে দেখলাম একজন ডেমোক্রেট সিনেটর আচ্ছা করে ডেমোক্রেটদের ধোলাই দিচ্ছেন। তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চার খলিফার একজন এখন আল বদর বাহিনীর প্রধানের সাথে একত্রে দিনযাপন করে আর স্বাধীনতার ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে কাজ করছেন। কারন একই। এভাবেই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষনে একটা ডগমার বিরোধীতায় আরেকটা ডগমা সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন - তাহলে কি কমিউনিজম একটা ডগমা। হয়তোবা -হয়তোবা না। বিষয়টা নির্ভর করে কে এবং কিভাবে কমিউনিজমকে গ্রহন করেছেন। যেমন কমিউনিজমের মুল নীতিগুলো যেমন ডাইলেকটিক মেটেরিয়ালিজম বা অর্থনীতির নীতির বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে এগুলো অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমানিত সত্য। এর প্রয়োগ দেখতে পাই ক্যানাডা আর ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে ক্যানাডার কর কাঠামো আর শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সোস্যালিজমের নীতিকেই সমর্থন করে। অন্যদিকে আমেরিকান সমাজে এ ধারার অনুপস্থিতির কারনে একটা বিশাল জনগোষ্ঠি চিকিৎসা আর শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করতেন রাশান বা চৈনিক ধারায় অন্যদেশে সোসালিজম প্রতিষ্টা করবেন তারা অবশ্যই একটা ডগমাতে ছিল। যেমন আমরা এখন দেখি বাংলাদেশের সর্বহারা নামে ডাকাতি আর চাঁদাবাজির বিভিষীকা। অথবা বলা যায় জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছিল একটা ডগমা।

তাহলে দেখি যাচ্ছে যারা মনে করেন পৃথিবী থেকে ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে আমেরিকান স্টাইলে পুঁজির কতৃত্বাধীন গনতন্ত্র রপ্তানী করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন – তারাও একটা ডগমাতে আছেন। এটা একটু কমনসেন্স খাটালেই বুঝা যায় কেন আমেরিকান ষ্টাইলে গনতন্ত্র সমস্ত পৃথিবীতে চলবে না। আরও একটু সহজ করে বললে বলা যায় – পৃথিবীতে থেকে ধর্মের চিহ্ন মুছা সম্ভব নয় – যেমন সম্ভব নয় ঢাকা শহরের রিক্সা উঠানো। কেমন খাপছাড়া লাগছে তুলনাটা তাইনা? ঢাকা শহরের রিক্সার সাথে লক্ষ মানুষের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত – তেমনি ধর্মের সাথে কোটি মানুষের আবেগ জড়িত। এখানে বাংলাদেশের প্রশাসন যেমন রিক্সাকে বাস্তবতা হিসাবে মেনে নিতে অক্ষম – তেমনি আমেরিকান ভাবধারার বর্তমান নব্য মুক্তমনারা ধর্মের সাথে মানুষের সম্পর্ক বুঝতে অপারগ। এ ক্ষেত্রে দু'দলই মুল সমস্যা অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিকটা দেখতে বা উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। যারা মনে করেন কোরআনকে সাগরে ফেলে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে – তারা হয় নির্বোধ নয়তো শান্তির শত্রু। কারন এরা সাহায্য করছে যুদ্ধ বাজদের আর যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীদের।

(২)

গত কয়েকদিন যাবৎ একটা ইমেইলের বেশ কয়েকটা কপি পেলাম। একটা লেখকের নিজের থেকে আর অন্যগুলি ফরওয়ার্ডেড। বিষয়বস্তু – "মানব সমাজের প্রতি আহ্বান" বা "Letter to Mankind"। মেইল গুলো পেয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন একবার এ ধরনের একটা হাতে লেখা একটা কাগজ আমার এ বন্ধু আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বলল – "সাবধান এখানে খুলবিনা, বাসায় গিয়ে পড়বি"। বাসায় এসে পড়ে তো আমার অবস্থা খারাপ। যেই এ লেখাটা পড়বে তাকে ২০ কপি করে অন্যকে দিতে হবে নতুবা নিশ্চিত দোজখ। আমি যথারীতি লেখা শুরু করতেই আব্বা এসে দেখে বললেন – তাড়াতাড়ি ফেলে দাও এ জঞ্জাল। কেহ একজন তার প্রচার তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। তাকে তার কাজ করতে দাও – তুমি তোমারটা করো।

দীর্ঘ দিন পর আলি সিনা নামক একজন প্রাক্তন মুসলমান যিনি ৯/১১ এর পর থেকে একটাই মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন – সব সমস্যার সমাধান , করে দেবে আল কোরান – যেমনটা বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্র শিবির শ্লোগান দেয়। তিনি অবশ্য শিবিরের উল্টাটা অর্থাৎ কিনা মুদ্রার অন্যপিঠ। তিনি অবশেষে বুঝতে পেরেছেন যে "War on Terror" এ আমেরিকা হেরে যাচ্ছে এবং তিনি সবশেষে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলমাদের বিশ্বাসকে কোনভাবেই দুর্বল করা যাবে না যতক্ষন না কোরআনকে ধ্বংস করা যাবে। তিনি আরো আহ্বান জানিয়েছেন তার পত্রখানা যে পড়বে – মাত্রই যতবেশী পারা যায় ততবেশী মানুষকে ইমেল করতে হবে। চমৎকার মার্কেটিং! নীচের লাইনটা দেখুন, কি চমৎকার আহ্বান।

Send this message to everyone in your address book and ask them to do the same. Defeat Islam and stop terrorism.

ইসলামকে পরাজিত করার মন্ত্র সন্নলিত পত্রটি তার কিছু মুরিদ আমাকে ফরওয়ার্ড করেছেন। তার মধ্যে জামাল হাসান নামক একজন আছেন যিনি বনু কুরাইজার সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কারনে মুসলমানদের ঘৃনা করেন। আর একজন মোহাম্মদ আজগর – তিনি আবার উদ্বাহু সমর্থন জানিয়েছেন আলী সিনার বক্তব্য। এটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপর। তবে দুটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করবো। প্রথমটি হচ্ছে অনুমোদন ছাড়া অন্যে ইমেইল এড্রেসে আপনার মতামত মেইল (Junk Mail) করাটা কি সভ্যতার মধ্যে পড়ে। দ্বিত্বীয় বিষয়টা হচ্ছে – আপনাদেরকে কি যারা যুদ্ধ করে তারা বলেছে কোরআন বা মুসলমান মুক্ত পৃথিবী হলে যুদ্ধ বিবাদ বন্ধ হয়ে যাবে? তাহলে যে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ব্যালেস্টিক মিসাইল শিল্প গড়ে উঠেছে তার কি হবে। আগামী ৫ বৎসরে কানাডার মতো শান্তিকামী দেশও ৫৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে যুদ্ধের হেলিকাপ্টার কিনবে আমেরিকান সিকরস্কি থেকে। কোরআন ফেলে দিলে কি ঐ কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাবে? নাকি নতুন বাজার খুঁজবে? যারা শুধু "Effect" দেখে তাকে "Cause" মনে করেন তাদের জন্যে এ ধরনে সাময়িক মতবাদ বেশ চমকদার মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়ে গভীরে গেলে কারন্ গুলো দেখতে পাবেন। তখন আর আবোল তাবোল বকতে হবে না। আর শর্শীনার পীর আর আলি সিনা নামক নব্য পীররের মতবাদ যত বেশী তত প্রচার করতে হবে না।

আলী সিনা সম্পর্কে একটু বলি – না হলে পাঠক হয়তো বিভ্রান্ত হবেন। তিনি Faithfreedom নামক একটা ওয়েব পেজ চালান। তার শিষ্যদের মধ্যে আছেন ফতেমোল্লা, আবুল কাসেম আর মোহাম্মদ আজগর। তার মতবাদ হচ্ছে পৃথিবীর সব সমস্যার মুলে হচ্ছে মুসলমান আর ইসলাম। একসময় মুক্তমনার সাথে তার যোগাযোগ ছিল – কিন্তু

বর্তমানে নেই। তিনি আবু গিরাব জেলের নারকীয় অমানবিক নির্যাতনকে কোন বিষয় মনে করেন না কারন মুসলমানরা এটা পাবেই। মুল কথা আমেরিকার যে কোন পদক্ষেপই হচ্ছে তার পছন্দের – আর যদি মুসলমানরা বেশি অপমানিত হয় তিনি তত আনন্দিত হন। (দেখুন www.faithfreedom.org)

(৩)

ভিন্নমতে ইমরান আহমেদ নামক এক ভদ্রলোকের লেখা পড়লাম। তিনি মুসলমানরা কি ভাবছে ৯/১১ নিয়ে তার উপর একটা মনাগড়া প্রলাপ লিখেছেন। (যদিও তার লেখার কোন তথ্য ভিত্তিক সুত্র আমরা দেখি না)। মনে হয় ভদ্রলোকের বেশ ভাল পানাভ্যাস আছে। না হলে এ ধরনের প্রলাপ কেহ একবার লিখে আবার পুনঃপ্রচার করতে অনুরোধ করেন। ভদ্রলোক তার জন্ম উৎস নিয়ে নিশ্চিত হীনমন্যতায় আছে। আপনাকে একটা অনুরোধ – মনে রাখবে ময়ুরপুচ্ছ পড়ে কাক কখনও ময়ুর হতে পারে না। আপনি যতই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখুন তাতে আপনি কি আমেরিকান হয়ে যাবে ভাবছেন? দয়া করে ইতিহাস দেখুন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্যানাডা থেকে সমস্ত জাপানীদের ধরে সরকার জাহাজে উঠিয়ে দেয় – তার মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ বিরোধী মিছিল করেছিল বটে। সুতরাং মুসলমারদের দোররা মারা শুরু হলে আপনিও তার থেকে রক্ষা পাবেন না। মনে আছে নিশ্চয় – ৯/১১ ব্যাকলাশের প্রথম ভিকটিম একজন শিখ –তার বাহ্যিক অবয়বই তার মৃত্যুর কারন। যখন মার শুরু হবে তখন নিশ্চয় আপনি ভিন্নমতে আপনার মুসলমান বিদ্ধেষী লেখার কপি দেখিয়ে রক্ষার পাওয়ার সময় পাবেন না। দয়া করে ভীত হবেন না। সাহসী হোন। আমেরিকার অর্থনীতি আরও খারাপ হলে আপনি – আমি – আমাদের সবাইকে রাস্তা মাপতে হবে। কি নাম দিয়ে বিদায় দিল সেটা তেমন গুরুত্বপুর্ন নয়। মুল বিষয়টা হচ্ছে অর্থনীতি। একটা প্রশ্ন করি আপনাকে দয়া করে জবার দেবেন। যখন আমেরিকার টেরর লেভেল অরেঞ্জ হয় আপনি কি করেন বা আপনার করনীয় কি? জানেন না? একটা ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। ৯/১১ নিয়ে কি যথেষ্ট হয়নি। আজও আফগানে আগুন জ্বলছে। ৩০,০০০ সাধার মানুষ মরার পরও ইরাক জ্বলছে ? একটু ভাবুন – ৯/১১ এর কথিত হাইজাকারদের অধিকাংশ সৌদী নাগরিক কিন্তু সাধারন মানুষ মরে ইরাকে আর আফগানে? সৌদী আরব আমেরিকান বন্ধু থেকে যায় কেন? এ বিষয়ে ,মুসলমানদের করনীয় কি? চিলের পিছনে না দৌড়ে কানে হাত দিন – তাতে ভয়ভীতি কমবে আর হীনমন্যতাও কমবে।

(৪)

সদালাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলাম কয়েক দিন যাবৎ। দীর্ঘ দিন চালানোর পর সদালাপ একটা ভাল প্রচার পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। সদালাপ কেন? অর্থাৎ সদালাপ কেন চলবে? বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত বললে কিছুটা পরিষ্কার হবে:

১) সদালাপের জন্ম হয়েছিল বর্তমান অস্থির অবস্থায় মুসলমান নামক একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরোদ্ধে যে কুৎসা আর প্রপাগান্ডা চলছে তার বিরোধীতা করার জন্যে। সদালাপ কি পেরেছে সে লক্ষ্য অর্জন করতে? আমার ব্যক্তিগত মুল্যায়নে বলবো না। ইসলাম ধর্মের অনুসরারী এবং এর বিরোধীদের মধ্যে যে পরিমানে পারস্পারিক অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাস – যার ফলে একটা কমন বিষয়েও এরা একমত হতে পারে না। এমনকি একদল অন্যদলকে মানুষ হিসাবে সন্মান দিতে কার্পন্য করে।

২) আসলে কি নাস্তিক বা অবিশ্বাসী বলে কোন মতাদর্শ আছে? না নেই। নাস্তিকরা মুলত ”না” দর্শনে বিস্বাসী। একদল মানুষ যা বিশ্বাস করেন নাস্তিকরা তার বিপরীত মত বা দর্শনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং বিশ্বাস এবং ”না” বিশ্বাস মুলত মুদ্রার দুইপিঠ। একটা ছাড়া অন্যটার অস্বিত্ব নেই। এটা সত্য যে একজন কামরান মির্যা ইসলামের সমালোচনার জন্যে যে পরিমানে সময় ব্যয় করেন ইসলামের উপর একজন সাধারন মুসলমান তার চেয়ে কম সময় ব্যয় করেন। দেখুন তিনি দেশে বেড়াতে গেলেন – গিয়ে একগাদা ফুটপাতের বই কিনে এনে সেগুলো পড়ে ”ইসলাম ও কুসংস্কার” নামক ধারা বাহিক সিরিজ লিখলেন। আবুল কাসেম সারা জীবন মুহাম্মদ (সঃ) জীবন নিয়ে গবেষণা করে গেলেন। ফতেমোল্লা হিলা বিয়ে নিয়ে জীবনপাত কলে যাচ্ছেন। ইসলামের চর্চায় এ ধরনের রিরোদ্ধবাদীদের ভুমিকাও কিন্তু কম নয়– কারন প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে এদের লেখার পড়ার পর মানুষ আরো ইসলামকে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী হবে। যা জন্যে দেখি প্রতি বৎসর আমেরিকাতে মুসলমাদের সংখ্যা বাড়ছে – বাংলাদেশের বিশ্ব এসতেমাতে আরো বেশী মানুষের সমাগম হচ্ছে । ।এভাবে সকল ইসলাম বিদ্বেষী মুলত ইসলাম প্রচারক

হিসাবে কাজ করছেন। সুতরাং সদালাপ যে বিষয়ে কথা ভরতে চায় – সেটা তাদের পছন্দ হবে না। কারন সমস্যার সমাধান কেহ চায় না – সত্য বেড়িয়ে এলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে আর আঁতেল হওয়ার হবে না।

৩) সদালাপকে যারা ইসলাম প্রচারক ওয়েব পেজ হিসাবে দেখতে চেয়ে ছিলেন তারাও কিছুটা হতাশ – সদালাপ ধর্ম বিশ্বাসকে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে মনে করে এবং সমাজের বিকাশে বা বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাবকে প্রধান বলে মনে করে না। মানুষের প্রথম যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে অন্ন। নর্থ আমেরিকা – ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যে যারা আছি তারা একটা সত্যকে স্বীকার করবেন – যদি অন্নের সংস্থানে সমস্যা না হতো তবে কি আমরা এখানে থাকতাম? না। এ ক্ষেত্রে ধর্ম কি আমাদের জীবনে গতিপথকে পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রেখেছে? না। মোহাম্মদ আসগর যে কারনে ঘর ছেড়েছেন – জিয়াউদ্দিনও সে কারনে। সুতরাং আমাদের জীবনের সবার দর্শন এক এবং সেটা ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি – ধর্ম নয়। এ সত্যটাকে বুঝলে আর মুক্তমনা বলে নিজেকে বিজ্ঞ হিসাবে প্রচারের জন্যে অযথা ধর্ম নিয়ে কুৎসা করতে হবে না।

৪) সদালাপ কি নিজের একটা নিজস্ব অবস্থান তৈরী করতে পেরেছে? পরিষ্কার উত্তর হবে, না। দেখা যায় বেশীর ভাগ লেখক যে লেখা সদালাপে পাঠান তা একটা পাইকারী (Group Mail Address) ঠিকানায় পাঠান এবং এবাধিক ওয়েব সাইট একই লেখা পোষ্ট করা হয়। এখানে একটা বিষয় লেখকের জন্যে পরিষ্কার নয় যে কোন লেখা কোথায় পাঠানো যায়। এটা হয়তো প্রিন্ট মিডিয়ার জন্যে কোন সমস্যা নয় – ওয়েব পেজ যার ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে সেখানে এই লেখা একাধিক ওয়েব পেজে পোষ্ট করার কোন যুক্তি থাকে পারে বলে আমার মনে হয়না। এটা বরঞ্চ একটা সময় এবং শ্রমের অপচয় বললে বেশী যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে। একজন সচেতন মানুষের এ ধরনের অযৌক্তিক কাজ মেনে কষ্টকর। সে জন্যে পাঠক/লেখকদেরকে ভাবনার অনুরোধ করছি।

৫) সদালাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাদের মতামত বা উপদেশ জানাবে দয়া করে (editor@shodalap.com), পাঠক লেখকদের মতামতের ভিত্তিতে দ্রুতই সদালাপ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।

সবাই ভাল থাকুন।
আ. স. ম জিয়াউদ্দিন
সেপ্টেম্বর ১৯, ২০০৪